بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনাইনের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩রা অক্টোবর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হুনাইন যুদ্ধের পর প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও তার বণ্টনের প্রসঙ্গে বর্ণনা চলছিল। এ বিষয়ে আরও কিছু ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যেন সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সমস্ত সম্পদ **জুরানাহ** নামক স্থানে একত্র করা হয়। তারপর তিনি (সা.) **তায়েফ**-এর দিকে রওনা হয়েছিলেন এবং প্রায় এক মাস পর 'তায়েফ' থেকে পুনরায় জুরানাহ-তে ফিরে আসেন। সেখানে পৌঁছে-ও তিনি (সা.) সাথে সাথেই সম্পদ বণ্টন করেননি; বরং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেন এই মনে করে যে, হয়তো বনু হাওয়াযিন তওবা করে ফিরে আসবে। মহানবী (সা.) তাদের অপেক্ষায় ছিলেন, আর ঐদিকে বনু হাওয়াযিন ভাবছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গেলে আদৌ কোনো উপকার হবে কি না। অবশেষে তিনি (সা.) প্রায় তেরো-চৌদ্দ দিন অপেক্ষা করার পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করে দিলেন। কিছুদিন পর বনু হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দজন সম্মানিত ব্যক্তি-যারা ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁর (সা.) সেবায় হাজির হলো এবং নিবেদন করল, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমাদের সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে**। তারা তাঁর (সা.) এর কাছে দয়ার আবেদন জানালে, তিনি (সা.) বললেন, **আমি তো অনেকদিন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি, কিন্তু পরে সম্পদ বণ্টন করতে হয়েছে। এখন দেখছো, বন্দীদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই অবশিষ্ট আছে, বাকিদের তো বণ্টন করা হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমরা সম্পদ ও সামগ্রী অথবা বন্দী পুরুষ ও নারীদের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে পারো**। বনু হাওয়াযিন বন্দী পুরুষ ও নারীদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন মহানবী (সা.) বনু আবদুল মুত্তালিব-এর তত্ত্বাবধানে থাকা বন্দীদের অবিলম্বে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন। আর অবশিষ্টদের

বিষয়ে তিনি (সা.) পরামর্শ দিলেন যে, তারা যেন মুসলমানদের সামনে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করে এবং মহানবী (সা.)-কে নিজেদের পক্ষ থেকে সুপারিশকারী হিসেবে নিযুক্ত করে। তারা তাই করল, এবং এভাবেই মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় দয়া ও উদারতার ফলে বনু হাওয়াযিনের সমস্ত বন্দি সুন্দরভাবে মুক্তি লাভ করল।

মহানবী (সা.) শুধু যে বনু হাওয়াযিনের বন্দিদের বিনা প্রতিদানে মুক্ত করলেন তাই নয়, বরং তাদের পোশাকও দান করলেন। তিনি (সা.) জোর দিয়ে বললেন, **মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে কেউ যেন নতুন পোশাক ছাড়া না যায়**। ফলে সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দিকে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে মুক্ত করা হল। বর্ণিত হয়েছে, তিনজন ব্যক্তি এমন ছিল, যারা নিজেদের বন্দি ফেরত দিতে অস্বীকার করেছিল। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন- **বনু হাওয়াযিনের সব বন্দি মুক্ত, তবে যে নিজের বন্দিকে মুক্ত করতে চায় না, তাকে বায়তুল-মাল থেকে ছয়টি উট প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে**। এতে তারাও রাজি হয়ে যায়, যারা প্রথমে বন্দি মুক্ত করতে রাজি ছিল না। এইভাবে বনু হাওয়াযিনের ছয় হাজার বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিছু বর্ণনা অনুযায়ী, **উয়াইনা বিন হিসন ফাজারি** অবাধ্যতা করেছিল এবং এর ফলে তাকে অনেক বড় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল এবং তিনি কল্যাণ ও বরকত থেকেও বঞ্চিত রইলেন। বর্ণনায় এসেছে, যখন মহানবী (সা.) -কে জানানো হলো যে সবাই নিজেদের বন্দিকে ফেরত দিচ্ছে, শুধু **উয়াইনা** নয়, তখন তিনি (সা.) বললেন, **আল্লাহ্ তাকে ক্ষতির মধ্যে রাখুক**।

উয়াইনার বন্দির ঘটনাটি এমন ছিল যে, তিনি যুবতী মহিলার পরিবর্তে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বন্দি হিসেবে নিয়েছিলেন, যাতে তিনি এই কাজে ফিদিয়ার অর্থ লাভ করেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে তার বংশধর অনেক হবে। যখন সেই বৃদ্ধা মহিলার ছেলে উয়াইনার কাছে এল এবং একশ উট দিয়ে তার মা'কে মুক্ত করার প্রস্তাব দিল, উয়াইনা লোভের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করল। কিছু সময় পরে, যখন উয়াইনা নিজে ওই ছেলের কাছে গিয়ে বলল, **যত উট তুমি দিচ্ছিলে, এখন কি দিচ্ছ?** ছেলেটি বলল, **এবার আমি পঞ্চাশ উট দেব**। এরপর উয়াইনা আরও কিছু চাইতে গেলে ছেলে বলল, **ঠিক আছে, আমি এটাও দেব না**। অবশেষে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে উয়াইনা বলল, **বৃদ্ধাকে বিনামূল্যে নিয়ে যাও**। ছেলেটি বলল, **রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো প্রতিটি বন্দিকে মুক্ত করার সময় নতুন পোশাক দিয়েছেন, আর এই বৃদ্ধা মহিলাকে তা দেওয়া হয়নি, তাই তুমি তার জন্যও পোশাক দাও**। অবশেষে উয়াইনাকে নিজের চাদর দিয়ে দিতে হলো, এবং এইভাবে সেই ছেলে বৃদ্ধা মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং নতুন পোশাকও নিয়ে গেল।

মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের কাছে তাদের প্রধান **মালিক বিন আওফ** সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জানা গেল, তিনি তখন তায়েফে বনু সাকিফের কাছে আছেন। এরপর তিনি (সা.) তাকে এই মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, যদি সে তাঁর (সা.)-এর আজ্ঞা মান্য করে চলে আসে, তবে তার পরিবার-পরিজনকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মালিক বিন আওফ যখন মহানবী (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাকে তার পরিবার ও সন্তানদেরও ফিরিয়ে দিলেন এবং উপহারস্বরূপ একশত উটও দিলেন। এই মহান অনুগ্রহ দেখে মালিক ইসলাম গ্রহণ করলেন।

বনু হাওয়াযিনের বন্দীদের মধ্যে **শাইমা** নামক একজন মহিলাও ছিলেন, যাঁর আসল নাম ছিল **হুজাফাহ**। যখন তাঁকে গ্রেফতার করা হলো, তখন তিনি বললেন যে, **আমি তোমাদের নবীর দুধ-বোন**। এই কথা শুনে

তাঁকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করা হলো। তিনি মহানবী (সা.)-কে তাঁদের দুধ-সম্পর্কের নিদর্শনস্বরূপ দাঁতের একটি চিহ্ন দেখালেন এবং বললেন যে, **আপনি আমাকে সেই সময় কামড়ে দিয়েছিলেন যখন আপনি আমার কোলে ছিলেন**। এরপর তিনি বললেন যে, **আমরা তখন ছাগল চরাতাম এবং আপনার দুধ-মাতা এবং বাবা ছিলেন আমার আসল মা-বাবা**। মহানবী (সা.) এই কথা শুনে নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, **এর উপর বসো**। তাঁর (সা.) চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। এরপর তিনি (সা.) তার কাছে নিজের দুধ মা-বাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জানাল যে, তাঁরা ইন্তেকাল করেছেন। তিনি (সা.) তাকে থেকে যাওয়ার বা ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মহানবী (সা.) তাকে তিনজন দাস ও একজন দাসী প্রদান করলেন, এবং সেই সাথে কিছু উটও দান করলেন। আবু দাউদের একটি দুর্বল বর্ণনা অনুসারে, জি'রানা নামক স্থানে মহানবী (সা.)-এর দুধ-মাতাও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, কিন্তু এর সনদ দুর্বল। হুযূর আনোয়ার বলেন যে, হতে পারে দুধ-মাতার সাক্ষাতের ঘটনা অন্য কোনো সময়ের, অথবা বর্ণনাকারীর ভুল হয়েছে, কারণ বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর দুধ-মাতা হুনাইনের যুদ্ধের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তখন একশোটি উটের পুরস্কারের লোভে সুরাকা বিন মালিক তাঁর (সা.) এর পিছু ধাওয়া করেছিল। তখন তিনি (সা.) তাকে একটি নিরাপত্তা সনদ লিখে দিয়েছিলেন। এই সুরাকা-ই জি'রানা নামক স্থানে সেই সনদ নিয়ে উপস্থিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

এই অবস্থানের সময়, তিনি (সা.) এক রাতে উমরার নিয়তে মক্কায় যান এবং রাতেই ফিরে আসেন। লোকেরা এটাই মনে করেছিল যে, তিনি (সা.) যেন কোথাও যানইনি। যুলকাদা মাসের বারো দিন বাকি থাকতে মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার যাত্রা শুরু করলেন এবং নয় দিনের সফরের পর মদীনায় ফিরে আসলেন। হুযূর আনোয়ার প্রাচ্যবিদদের কিছু দুর্বল আপত্তির এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব পেশ করে বললেন যে, এই সবকিছু পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশেষে, হুযূর আনোয়ার দুজন মরহুমের উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযে জানাযা গায়েব পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

মুকাররম ডক্টর লায়েক আহমেদ ফারুখ সাহেব, কানাডা। মরহুম বহু বছর ওয়াকফে যিন্দেগি (জীবন উৎসর্গকারী) ডাক্তার হিসেবে আফ্রিকায় সেবা প্রদান করেছেন। তিনি মহান আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে সেবা করেছেন। মরহুম ছিলেন শান্ত স্বভাবের, দোয়াকারী, বিনয়ী ও নিরহংকার, এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার এক উদাহরণ। তিনি পুরো জীবন মানবজাতির সেবায় কাটিয়েছেন। তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কাজ করে গেছেন। হুযূর আনোয়ার বলেন, আমিও ঘানায় থেকেছি, আমি তাঁর সাথেও সময় কাটিয়েছি। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং সেবাপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি ওয়াকফীনদের (জীবন উৎসর্গকারী) খুব সম্মান করতেন। আতিথেয়তা তাঁর মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ছিলেন খুব অতিথি পরায়ণ। তাঁর মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়।

দ্বিতীয় যাঁর স্মৃতিচারণ করব, তিনি হলেন **মুকাররম হামিদ আহমদ ঘোরী সাহেব, হায়দ্রাবাদ, ভারত**। মরহুম মূসী ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে আছেন স্ত্রী, এক কন্যা ও চার পুত্র, নাতি-নাতনিরা। তাঁর সব সন্তানই কোনো না কোনোভাবে জামা'তের খেদমত করার তৌফিক পাচ্ছেন। মরহুম মুহাম্মদ ইনআম ঘোরী

সাহেব, নাযিরে আ'লা, কাদিযান-এর ছোট ভাই ছিলেন। তিনি সামাদ ঘোরী সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা ও সদর জামা'ত, আলবেনিয়া-র পিতা ছিলেন। মরহুম নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং কুরআন করীম-এর প্রেমিক ছিলেন। মরহুম হজ্জ ও উমরার সৌভাগ্যও লাভ করেন। তিনি খেলাফতের আনুগত্যকারী, নেক ও সালেহ (সৎ) বুযুর্গ ছিলেন।

তিনি আর্থিক ত্যাগে সব সময় অগ্রগামী থাকতেন এবং হোমিওপ্যাথির ওষুধও প্রয়োজনশীলদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও মুরব্বীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁর হজ্জ ও উমরা পালনেরও সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি খেলাফতের আদেশ মেনে চলতেন এবং প্রতিটি ছোট বা বড় আদেশ যাই হোক না কেন, তাঁর চেষ্টা থাকত আমি প্রথমে নিজে আমল করব, তারপর জামা'তকে বলব। এবং আল্লাহ তা'আলার ফজলে তিনি এতে সফলও হতেন।

তিনি বারবার আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে একত্র করতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন। তিনি নায়েব আমীর, হায়দ্রাবাদ এবং সেক্রেটারি তালিমুল কুরআনও ছিলেন, নিজের হালকার সদর জামা'তও ছিলেন, নাযেম আনসারুল্লাহও ছিলেন এবং নায়েব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ দক্ষিণ ভারত হিসাবেও খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। যাই হোক, তাঁর জামা'তী খেদমত অনেক বেশি। তিনি একবার এখানেও জলসায় অংশ নিয়েছিলেন।

আল্লাহ্তা'আলা তাঁর সাথে মাগফিরাত ও রহমতের ব্যবহার করুন। তাঁর ছেলে, যিনি আলবেনিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলা, তিনি তাঁর জানাযায় শরীক হতে পারেননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও সবর ও ধৈর্য দান করুন। যাই হোক, তাঁর জানাযার নামায আমি পরে পড়াব। হুযূর আনোয়ার মরহুমদের মাগফিরাত ও উচ্চ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

3 *October* 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat